রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৫ সনের ৮ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ২০, ২০২৫

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৫৩—১৭২
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২৫৭—৩২৭
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৫—৫১
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৩৩—৩৭৯
৭ম	খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	১১—১২
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৯ মাঘ ১৪৩১/২৩ জানুয়ারি ২০২৫

নং **১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০২৪.২৪-২৬**—যেহেতু, জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম রাকিব (১০৯০৫০৬০), অতিরিক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, সিলেট এ বিরুদ্ধে বিধি বহিভূতভাবে ৪৩টি জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধন আবেদনের ক্যাটাগরি বিভাজন ও অনুমোদনের অভিযোগ উত্থাপিত হয় এবং অভিযোগ যাচাইয়ের জন্য পরিচালিত কারিগরি অনুসন্ধানে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া যায়;

যেহেতু, তার উক্তরুপ কার্য শৃঙ্খলার পরিপন্থি বিবেচিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর দায়ে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নং-১৩/২০২৪ রুজু করতঃ অভিযোগনামায় কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, তিনি নির্ধারিত সময়সীমায় অভিযোগনামার লিখিত জবাব দাখিল পূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন;

যেহেতু, বিগত ২৪-১২-২০২৪ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, অভিযোগনামার জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করতঃ বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন;

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

যেহেতু, ন্যায় বিচারের স্বার্থে আনীত অভিযোগ তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন প্রদানের জন্য জনাব মোঃ আব্দুল হালিম খান, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, সিলেট-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রতিবেদনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি;

সেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে, জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম রাকিব, অতিরিক্ত আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, সিলেট এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নং-১৩/২০২৪ এর দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করতঃ মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো। সেই সাথে

তাকে ভবিষ্যতে সরকারি দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করার নির্দেশ প্রদান করা হলো।

এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ১৩ মাঘ ১৪৩১/২৭ জানুয়ারি ২০২৫

নং **১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০০২.২৫-২৯**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মজিবুর রহমান (৩১৬৯৯০০১), উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ এর বিরুদ্ধে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের পরিদর্শন টিম কর্তৃক ২৭-০১-২০২৫ তারিখে পরিচালিত তাৎক্ষণিক অনুসন্ধানে প্রবাসী ভোটার নিবন্ধন কার্যে জালিয়াতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়;

অপরাধের মাত্রা ও প্রকৃতি বিবেচনায় জনস্বার্থে তাকে সরকারি কর্ম হতে বিরত রাখা আবশ্যক ও সমীচীন;

সেহেতু, সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ধারা ৩৯(১) এর বিধান মোতাবেক জনাব মোহাম্মদ মজিবুর রহমান, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ-কে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

১। সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকাকালীন তিনি প্রচলিত বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতা (Subsistence Allowance)ও অন্যান্য আইনানুগ সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

২। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হলো এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ১৫ মাঘ ১৪৩১/২৯ জানুয়ারি ২০২৫

নং **১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০২৮.২৩-৩৬**—যেহেতু, জনাব বিশ্বাস সুজন কুমার (১০৯১১০২৯), উপজেলা নির্বাচন অফিসার, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল ঝিনাইদহ সদর উপজেলায় কর্মরত থাকাকালে (i) ভোটার তালিকা হালনাগাদ ২০২২ উপলক্ষে দু'টি খাতের টাকা একবার উত্তোলন ও পরিশোধের তথ্য এবং পাওনাদার না থাকার বিষয়টি তার জানা থাকা সত্ত্বেও তিনি উদ্বৃত্ত/অতিরিক্ত আর্থ যথা নিয়মে সরকারি কোষাগারে সমর্পণ না করে ভূয়া বিল-ভাউচার দাখিল করতঃ "শ্রমিক (অনিয়মিত) মজুরি" বাবদ টাকা ১,২২,০০০/-(এক লক্ষ বাইশ হাজার) ও "যানবাহন ব্যবহার (চুক্তিভিত্তিক)" বাবদ টাকা ১,৬০,০৬৪/-(এক লক্ষ ষাট হাজার চৌষট্টি) গত ২০-০৬-২০২৩ তারিখে দ্বিতীয়বার উত্তোলন করেছেন; (ii) তিনি স্ব-প্রণোদিত হয়ে দ্বিতীয়বার উত্তোলিত অতিরিক্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে সমর্পণ করেননি, সংশ্লিষ্ট জেলা নির্বাচন অফিসার তার নিকট লিখিত ব্যাখ্যা চাওয়ায় গত ০৪-০৭-২০২৩ তারিখে তিনি তা ফেরত দিতে উদ্যত হয়েছেন এবং (iii) তিনি জেনে-বুঝে অর্থ আত্মসাতের উদ্দেশ্যে সরকারি তহবিল হতে একই খাত ও কাজের বিপরীতে দ্বিতীয়বার অর্থ উত্তোলন এবং যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে তা ফেরত প্রদানে ব্যর্থ হয়ে প্রচলিত আর্থিক বিধি লঙ্ঘন করেছেন মর্মে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়;

যেহেতু, জেলা নির্বাচন অফিসার, ঝিনাইদহ এর লিখিত বক্তব্য এবং জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ এর প্রদত্ত মতামত অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত;

যেহেতু, তার উক্তরূপ কর্মকান্ড শৃঙ্খলার পরিপন্থী হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও বিধি ৩(ঘ) অনুযায়ী "দুর্নীতি পরায়ণতা" এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা, নং-১০/২০২৩ রুজু করতঃ তাকে কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, তিনি অভিযোগনামার লিখিত জবাব দাখিল পূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির ইচ্ছা পোষণ করায় গত ১৯-১১-২০২৩ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়; অভিযোগনামার জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে তিনি অনিচ্ছাকৃত ভুল করেছেন মর্মে অভিযোগ স্বীকার করেছেন;

যেহেতু, ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিভাগীয় মামলাটির তদন্ত হয় তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, খুলনা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত;

যেহেতু, তদন্তে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় কেন তার উপর গুরুদণ্ড আরোপ করা হবে না এই বিষয়ে তাকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো হয়;

যেহেতু, তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর জবাবে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ স্বীকার পূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করে এই মামলা হতে অব্যাহতি চেয়েছেন;

যেহেতু, নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অতিরিক্ত যে অর্থ উত্তোলন করেছিলেন তা সরকারি কোষাগারে জমা দিয়েছেন; তার এই অতিরিক্ত অর্থ উত্তোলনের বিষয়টি কর্মকর্তাসুলভ আচরণ নয়; তার বিরুদ্ধে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এর দায়ে তিনি দোষী এবং এই কারণে তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, সার্বিক বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(খ) মোতাবেক অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব বিশ্বাস সুজন কুমার, উপজেলা নির্বাচন অফিসার, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল (প্রাক্তন কার্যালয়ঃ ঝিনাইদহ সদর) এর 'পদোন্নতি' আগামী ০২(দুই) বছরের জন্য স্থগিত করা হলো। একই সাথে তার বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নং-১০/২০২৩ নিষ্পত্তি করা হলো।

এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আখতার আহমেদ
সিনিয়র সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলি

তারিখ: ০২ মাঘ ১৪৩১/১৬ জানুয়ারি ২০২৫

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৭৯.৮০ (১)-৩৭—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সালের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব নাজমুস সাকিব, জন্ম তারিখ: ৩১-১২-১৯৯৫ খ্রি., পিতা: মোঃ আব্দুস সালাম, মাতা: সুলতানা বিলকিস, বাসা/ হোল্ডিং নং ৩৮৮/১, চর ভবসুর ঠোটাপাড়া, ডাকঘর: দেওয়ানগঞ্জ, ওয়ার্ড নং ০৭, উপজেলা: দেওয়ানগঞ্জ, জেলা: জামালপুর। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ পৌরসভার ৭, ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে। উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/ স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ: ১২ মাঘ ১৪৩১/২৬ জানুয়ারি ২০২৪

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৭২.৮২-৫০—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সালের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব শেখ রাশিক বিন আসফিয়া, জন্ম তারিখ: ১৬-০৯-১৯৯৬ খ্রি., পিতা: মোহাম্মদ আনিসুল আসফিয়া, মাতা: রাবেয়া পারভীন, ২৩৪, খানজাহান আলী রোড, খুলনা সদর-৯১০০, খুলনা। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের ৩০ নং ওয়ার্ডের নিকাহ রেজিস্ট্রার নিয়োগের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে। উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/ স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ: ১৩ মাঘ ১৪৩১/২৭ জানুয়ারি ২০২৫

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৭৪.৮২-৫২—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সালের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মোঃ শরিফুল হক, জন্ম তারিখ: ২৯-১১-২০০০ খ্রি., পিতা: কাজী মোঃ এনামুল হক, মাতা: হেলেনা আক্তার, ডাকঘর: মহেশপুর, উপজেলা: রায়পুরা, জেলা: নরসিংদী। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার মহেশপুর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির সয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে। উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/ স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৫৬.৭২-৫৩—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সালের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মোঃ আবুল কালাম সরকার, জন্ম তারিখ: ০১-০১-১৯৮৫ খ্রি., পিতা: মোঃ আলী রেজা সরকার, মাতা: মোছাঃ জিন্নাতুন নেছা, গ্রাম-রামপুর, ডাকঘর: ফতেপুর লালদিঘী, উপজেলা: পীরগঞ্জ, জেলা: রংপুর। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার ০৯ নং পীরগঞ্জ ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে। উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/ স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ: ১৪ মাঘ ১৪৩১/২৮ জানুয়ারি ২০২৫

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০১৬.৭৫(১)-৫৭—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সালের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মোঃ কামরুল হুদা, জন্ম তারিখ: ০৫-১২-১৯৮৭ খ্রি., পিতা: মোঃ লুৎফর রহমান, মাতা: তানজিলা বেগম, গ্রাম-সুন্দরগাঁও ডাকঘর: বাহেরঘাট, ইউনিয়ন ০৫ নং রত্নপুর, উপজেলা-আগৈলঝাড়া, জেলা-বরিশাল। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলার ০৫ নং রত্নপুর ইউনিয়নের, জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে। উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/ স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং বিচার-৭/২-এন-২৬/৮৭(অংশ)-৫৯—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সালের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব কাজী মুস্তাফিজুর রহমান, জন্ম তারিখ: ০১-০৬-১৯৯৩ খ্রি., পিতা: কাজী আমির হোসাইন, মাতা: ছেমনা বেগম, গ্রাম-দক্ষিণ কুহুমা, ডাকঘর-করৈয়া বাজার, ইউনিয়ন-০৯ নং শুভপুর, উপজেলা: ছাগলনাইয়া, জেলা: ফেনী। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলার ০৯ নং শুভপুর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে। উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/ স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০০৪.২৪-৬০—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সালের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মোঃ আহসান হাবিব, জন্ম তারিখ: ০৮-১২-১৯৮৬ খ্রি., পিতা: মোঃ আতাউর রহমান, মাতা: মোসাঃ আংগুরা বেগম, গ্রাম- বিল্লী, ওয়াড নং ০১ , ডাকঘর- চোরখৈর, ইউনিয়ন-০১ নং কলমা, উপজেলা: তানোর, জেলা: রাজশাহী। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলার ০১ নং কলমা ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে। উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/ স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাইদুজ্জামান শরীফ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আদেশ

তারিখ: ১৪ মাঘ ১৪৩১/২৮ জানুয়ারি ২০২৫

বিষয়: **কুমিল্লা জেলার লালমাই উপজেলার ২ নং বাগমারা (দক্ষিণ) ৪ নং ভুলইন (দক্ষিণ), ৫ নং পেরুল (উত্তর) ইউনিয়নের জন্য নিকাহ রেজিস্ট্রারদের গণ্যকরণ প্রসঙ্গে।**

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.১০৬.১৮-৬১**—উপযুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, জেলা রেজিস্ট্রার, কুমিল্লা এর ২৫-১১-২০২৪ খ্রি. তারিখের ১৬৭৩ নং স্মারকমূলে প্রেরিত প্রতিবেদনের আলোকে—

(ক) কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলার ০৮ নং বাগমারা (দক্ষিণ) ইউনিয়নের নিকাহ রেজিস্ট্রার জনাব আবুল কাশেম মোঃ ফজলুল হক-কে কুমিল্লার জেলার লালমাই উপজেলার ০২ নং বাগমারা (দক্ষিণ) ইউনিয়নের নিকাহ রেজিস্ট্রার হিসেবে গণ্য করা হলো।

(খ) কুমিল্লা জেলার লালমাই উপজেলার ০৪ নং ভুলইন (দক্ষিণ) ইউনিয়নের নিকাহ রেজিস্ট্রার জনাব আব্দুল কাইয়ুম-কে লালমাই উপজেলার ০৪ নং ভুলইন (দক্ষিন) ইউনিয়নের নিকাহ রেজিস্ট্রার, হিসেবে গণ্য করা হলো।

(গ) কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলার পেরুল (উত্তর) ইউনিয়নের নিকাহ রেজিস্ট্রার জনাব মোঃ মাজহারুল ইসলাম-কে লালমাই উপজেলার ০৫ নং পেরুল (উত্তর) ইউনিয়নের নিকাহ রেজিস্ট্রার হিসেবে গণ্য করা হলো।

সাইদুজ্জামান শরীফ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
পার-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৩-জানুয়ারি-২০২৫

নং **৪৫.০০.০০০০.১৪৮.১১.০০৮.২৪-৬৪**—বিসিএস (স্বাস্থ্য) ক্যাডারের নিম্নোক্ত কর্মকর্তার নামের পার্শ্বে উল্লিখিত চাকরিকাল বিএসআর (পার্ট-১) এর ৪২(২) এবং ৩০০(বি) নং বিধি অনুযায়ী মোট পেনশনযোগ্য চাকরিকাল গণনা ও বেতন নির্ধারণের লক্ষ্যে পূর্বতন চাকরির ধারাবাহিকতা নির্দেশক্রমে সংরক্ষণের আদেশ প্রদান করা হলো:

নং	নাম পদবি ও বর্তমান কর্মস্থল	বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারে চাকরিতে যোগদানের পূর্বে মোট চাকিরকাল
১.	ডাঃ মোঃ মাহফুজুর রহমান (কোড-১৪৫৫৮৩)	০৭-০৮-২০১৪ তারিখ হইতে ১১-০৯-২০২১ তারিখ পর্যন্ত মোট চাকুরীকাল ০৭ বছর ০১ মাস ০৪ দিন

২। বেতন নির্ধারণের জন্য পূর্ব পদের চাকরিকাল গণনার ক্ষেত্রে পূর্ব পদে ভোগকৃত অসাধারণ ছুটিকালীন সময় বাদ যাবে এবং বর্তমান পদে পূর্বপদের চাকরিকাল জ্যেষ্ঠতার জন্য গণনা করা যাবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সনজীদা শরমিন
উপসচিব।

শৃঙ্খলা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারখ: ২৭ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি.

নং **৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১১৫.২০২০-৬৬**—যেহেতু ডা. মোঃ মাহমুদুল হাসান মাসুম (১৩৮৪৯৯), সহকারী সার্জন বালিয়া ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ফুলপুর, ময়মনসিংহ- কে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের রমনা মডেল থানার মামলা নং-১, তারিখ: ০৪-০৫-২০২০ খ্রি. এর প্রেক্ষিতে গ্রেপ্তারের পর জেল-হাজতে প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের ১৭-১২-২০২২ খ্রি. তারিখের ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.১১৫.২০.৪৫১ নং স্মারকে বিএসআর পার্ট-১ এর ৭৩ নং বিধির নোট-২ অনুযায়ী উক্ত কর্মকর্তাকে ০৪-০৫-২০২০ খ্রি. তারিখে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, উপর্যুক্ত মামলায় বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক ০৪-০৯-২০২৪ খ্রি. তারিখে প্রদত্ত আদেশে উক্ত কর্মকর্তাকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়;

সেহেতু, ডা. মোঃ মাহমুদুল হাসান মাসুমের সাময়িক বরখাস্তকরণ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের পূর্বোক্ত প্রজ্ঞাপনটি প্রত্যাহার করা হলো। তার সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়কে বিধিমোতাবেক কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য করার জন্য বলা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: সাইদুর রহমান
সচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা-৭

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৬ মাঘ ১৪৩১/২০ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৬.২২.১৭৬.২৩.২৩—সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে 'চারুশিল্প প্রতিষ্ঠান, থিয়েটারসমূহ' এবং 'কল্যাণ অনুদান' খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে দেশের সংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনুদান এবং অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের ভাতা প্রদানের নিমিত্ত সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২৭ অক্টোবর ২০২৪ তারিখের প্রজ্ঞাপন নম্বর-৪৩.০০.০০০০.১১৬.০৬.০০৮.২৪.৪৯৫ এর মাধ্যমে গঠিত জাতীয় কমিটি নিম্নরূপভাবে পুনর্গঠন করা হলো:

উপদেষ্টা

১. মাননীয় উপদেষ্টা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সভাপতি

২. সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

৩. সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান

৪. মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি

৫. মাহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন

৭. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার

৮. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন

৯. চীফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, সাংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১০. জনাব রেজাবুদ্দৌলা চৌধুরী, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সংগঠক, সাবেক সভাপতি, জাসাস

১১. জনাব মনিরুজ্জামান মনির, একুশে পদক ও বেশ কয়েকবার জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গীতি কবি, সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব

১২. জনাব ইথুন বাবু, শিল্পী ও সঙ্গীত পরিচালক

১৩. জনাব সুকান্ত বণিক, তামা-কাসা শিল্পী, ধমরাই, ঢাকা

১৪. বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন-এর প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

১৫. সংশ্লিষ্ট উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

কমিটির কার্যপরিধি:

(১) চারুশিল্প প্রতিষ্ঠান, থিয়েটারসমূহ এবং 'কল্যাণ অনুদান' খাতের বরাদ্দ থেকে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীদের ভাতা প্রদানের নীতি নির্ধারণ করবে এবং দিক নির্দেশনা প্রদান করবে;

(২) বিভিন্ন স্থানীয় কমিটির মাধ্যমে প্রাপ্ত আবেদনসমূহের অনুকূলে ভাতা/অনুদান প্রদানের সুপারিশ প্রদান করবে;

(৩) বিবিধ কার্যক্রম

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৬.০২.০০৫.২৩.২৪—সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন 'সংস্কৃতিসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন' পরিচালনার জন্য সরকার নিম্নরূপভাবে পরিচালনা বোর্ড পুনগর্ঠন করলো:

সভাপতি

১. সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

২. সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় অথবা মনোনীত একজন প্রতিনিধি, যিনি যুগ্মসচিবের নীচে হবেন না

৩. মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

৪. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা

৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, ঢাকা

৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

৭. জনাব ফেরদৌস আরা, বিশিষ্ট নজরুল সংগীত শিল্পী

৮. জনাব তারিক আনাম খান, বিশিষ্ট অভিনেতা

৯. জনাব বেবী নাজনীন, বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী

১০. জনাব আশফাক নিপুন, চিত্রনাট্যকার

১১. জনাব জাকিয়া বারী মম, অভিনেত্রী

সদস্য-সচিব

১২. যুগ্মসচিব, অধিশাখা-৭, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

২। ক্রমিক নং ০৭ থেকে ১১ পর্যন্ত ক্রমিকে উল্লিখিত বোর্ডের মনোনীত সদস্যগণ আদেশ জারির তারিখ হতে পরবর্তী ০৩ (তিন) বছর স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আয়েশা সিদ্দিকা
উপসচিব।

শাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ পৌষ ১৪৩১/১৪ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৪.০০৬.২৩.১৯-২৫—বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আইন, ২০২২ এর ৭ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর পর্ষদ গঠন করা হলো:

ক্র নং	নাম ও পদবি	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আইন, ২০২২ এর ধারা
১.	জনাব মেরিনা তাবাসসুম প্রিন্সিপাল, মেরিনা তাবাসসুম আর্কিটেক্স	আইনের ৭(১)(ক) ধারানুসারে সদস্য এবং পর্ষদ এর সভাপতি।
২.	মহাপরিচালক প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর	আইনের ৭(১)(খ) ধারানুসারে পদাধিকারবলে সদস্য।
৩.	মহাপরিচালক আর্কাইভস্ ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর	আইনের ৭(১)(গ) ধারানুসারে পদাধিকারবলে সদস্য।
৪.	মহাপরিচালক বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ	আইনের ৭(১)(ঘ) ধারানুসারে পদাধিকারবলে সদস্য।

ক্র নং	নাম ও পদবি	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আইন, ২০২২ এর ধারা
৫.	মহাপরিচালক বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি	আইনের ৭(১)(ঙ) ধারানুসারে পদাধিকারবলে সদস্য।
৬.	যুগ্মসচিব (প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘর) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	আইনের ৭(১)(চ) ধারানুসারে মনোনীত সদস্য।
৭.	অন্যূন যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	আইনের ৭(১)(ছ) ধারানুসারে মনোনীত সদস্য।
৮.	ডিন চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	আইনের ৭(১)(জ) ধারানুসারে পদাধিকারবলে সদস্য।
৯.	সরকার মনোনীত প্রতিনিধি বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা	আইনের ৭(১)(ঝ) ধারানুসারে মনোনীত সদস্য।
১০.	বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষক প্রতিনিধি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	আইনের ৭(১)(ঞ) ধারানুসারে মনোনীত সদস্য।
১১.	ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক গবেষক প্রতিনিধি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	আইনের ৭(১)(ঞ) ধারানুসারে মনোনীত সদস্য।
১২.	স্থাপত্য বিভাগের একজন অধ্যাপক বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	আইনের ৭(১)(ট) ধারানুসারে মনোনীত সদস্য।
১৩.	জনাব লুভা নাহিদ চৌধুরী মহাপরিচালক, বেঙ্গল ফাউন্ডেশন	আইনের ৭(১)(ঠ) ধারানুসারে মনোনীত সদস্য।
১৪.	ড. শামান শাহরিয়ার সহযোগী অধ্যাপক, থিয়েটার এন্ড পারফর্মেন্স স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	আইনের ৭(১)(ঠ) ধারানুসারে মনোনীত সদস্য।
১৫.	ড. দীন মো. সুমন রহমান অধ্যাপক, মিডিয়া স্টাডিজ এন্ড জার্নালিজম বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ	আইনের ৭(১)(ঠ) ধারানুসারে মনোনীত সদস্য।
১৬.	জনাব মো. জিহান করীম সহযোগী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	আইনের ৭(১)(ঠ) ধারানুসারে মনোনীত সদস্য।
১৭.	পরিচালক বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন	আইনের ৭(১)(ড) ধারানুসারে পদাধিকারবলে সদস্য।
১৮.	মহাপরিচালক বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর'	আইনের ৭(১)(ঢ) ধারানুসারে পদাধিকারবলে সদস্য-সচিব।

২। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর আইন, ২০২২ এর ৭(২) ধারা অনুসারে এই পর্ষদের সভাপতি এবং এই আইনের ৭ (১) উপধারার দফা (ঝ), (ঞ), (ট) এবং (ঠ) অনুসারে মনোনীত পর্ষদ সদস্যগণ তাঁদের মনোনয়নের তারিখ হতে পরবর্তী ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

৩। আদেশ জারির অব্যবহিত পর থেকে পর্ষদ গঠন বিষয়ক এই মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোপূর্বে জারীকৃত সকল আদেশ বাতিল বলে গণ্য হবে।

৪। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো. সাইফুল ইসলাম
উপসচিব।

[একই নম্বর ও তারিখে স্থলাভিষিক্ত]

পরিমেয় ঐতিহ্য শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ মাঘ ১৪৩১/২৭ জানুয়ারি ২০২৫

নং **৪৩.০০.০০০০.১২৯.০৬.০০৪.২০.২৭**—'ক্ষুদ্র নৃ- গোষ্ঠী সংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০ এর ৭ নম্বর ধারামতে 'ক্ষুদ্র নৃ- গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নোক্তভাবে ১০ (দশ) সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী পরিষদ পুর্নগঠন করা হলো:

ক্র.নং	নাম/পদবি	ঠিকানা	পরিষদের পদবি
১.	চেয়ারম্যান	বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান	সভাপতি
২.	উপসচিব (পরিমেয় ঐতিহ্য শাখা)	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩.	উপসচিব (সমন্বয়-২)	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	এ্যাডভোকেট মাধবী মার্মা	সদস্য, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান	সদস্য
৫.	জনাব থোয়াই চিং প্রু নিলু	প্রিন্সিপাল অফিসার (অবঃ), সোনালী ব্যাংক লিঃ বান্দরবান শাখা	সদস্য
৬.	জনাব জর্জ ত্রিপুরা	সংস্কৃতিকর্মী ও নির্বাহী পরিচালক, প্রতিবন্ধী কল্যাণ সংস্থা (প্রকস), বান্দরবান	সদস্য
৭.	জনাব বোধি চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা	সিনিয়র শিক্ষক, রোয়াংছড়ি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, বান্দরবান	সদস্য
৮.	জনাব সিংচং ম্রো	প্রকল্প কর্মকর্তা, ওয়াই-মুভস, বিএনকেএস, বান্দরবান	সদস্য
৯.	মিসেস লালথানজুয়াল বম	প্রধান শিক্ষক, ক্যাচিংঘাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বান্দরবান	সদস্য
১০.	পরিচালক	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতির ইনস্টিটিউট, বান্দরবান	সদস্য-সচিব

২। 'ক্ষুদ্র নৃ- গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০' এর ৭(২) উপ-ধারা অনুযায়ী পরিষদের মনোনীত সদস্যগণ তাঁদের মনোনয়নের তারিখ থেকে ০৩ (তিন) বছরের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময়ে যে কোন মনোনীত সদস্যের সদস্যপদ বাতিল করতে পারবে কিংবা নির্বাহী পরিষদ পুনর্গঠন করতে পারবে এবং একই আইনের ৭(৩) উপ-ধারা অনুযায়ী মনোনীত কোন সদস্য যে কোন সময় সরকারকে উদ্দেশ্য করে তাঁর স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে একমাসের নোটিশ প্রদানপূর্বক স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন। একই আইনের ৭(৬) উপ-ধারা অনুযায়ী নির্বাহী পরিষদ প্রয়োজনবোধে, শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে এমন অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে অনধিক দুই ব্যক্তিকে নির্বাহী পরিষদের সদস্য হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করতে পারবে।

৩। এ মন্ত্রণালয়ের গত ১৮ অক্টোবর ২০২০ তারিখের ৪৩.০০.০০০০.১২৯.০৬.০০৪.২০.২১৮ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত পত্র নির্দেশক্রমে এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

৪। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাজমা বেগম

সিনিয়র সহকারী সচিব।

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৯ মাঘ, ১৪৩১/০২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫

নং ০৩.০০.০০০১.০৮২.৪৭.০৬৫.২৩-১০১—যেহেতু, জনাব কামরুজ্জামান, পিতা-জনাব শহীদুজ্জামান, মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়-এর বিরুদ্ধে দেশের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিদেশে পাচারসহ বিভিন্ন নাশকতামূলক কাজের অভিযোগ এবং উক্ত অভিযোগের সপক্ষে প্রমাণাদিসহ একটি প্রতিবেদন 'স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স' হতে পাওয়া যায়; যেহেতু, উক্ত প্রতিবেদনে এ কার্যালয়সহ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচার এবং বৈদেশিক মুদ্রা পাচারসহ বিভিন্ন অপরাধের উল্লেখ ও প্রমাণ রয়েছে;

২। যেহেতু, অভিযুক্ত জনাব কামরুজ্জামান ৬ষ্ঠ গ্রেডের একজন কর্মকর্তা এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন-এর মাধ্যমে ১৪ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে কর্মরত থাকাবস্থায় গত ৩০ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ হতে কোনো প্রকার নোটিশ ছাড়াই এ কার্যালয়ে অনুপস্থিত রয়েছেন।

৩। যেহেতু, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, রাষ্ট্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর এবং নিরাপত্তার দিক থেকে এটি বিশেষ শ্রেণির কেপিআইভুক্ত স্থাপনা;

৪। যেহেতু, মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার জনাব কামরুজ্জামান-এর বিরুদ্ধে আনীত উল্লিখিত 'নাশকতামূলক কাজে' লিপ্ত থাকার অভিযোগের তদন্তের জন্যে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৫ (১)(গ) বিধি মোতাবেক কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তদন্ত পরিচালনা এবং বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন প্রদান করেন;

৫। যেহেতু, মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ অনুমতির আলোকে জনাব কামরুজ্জামান-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ঙ) বিধির আওতায় ০২/২০২৪ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতির সানুগ্রহ অনুমোদনের আলোকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৫(২) অনুযায়ী জনাব কামরুজ্জামান, মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত পরিচালনার জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৫(২) বিধি অনুযায়ী একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়;

৬। যেহেতু, মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার জনাব কামরুজ্জামান-এর বিরুদ্ধে উক্ত তদন্ত কমিটি প্রাপ্ত প্রমাণাদি ও বিভিন্ন সংস্থা হতে সংগৃহীত প্রতিবেদন এবং সাক্ষীদের বক্তব্য পর্যালোচনা করে তদন্ত প্রতিবেদনে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রীয় এবং সংরক্ষিত ২০২১ হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত সময়ের বিভিন্ন ভিডিও ডকুমেন্টসহ ২৩-১০-২০২৪ তারিখে পোর্টেবল হার্ডডিস্ক হতে সকল ডাটা ফরমেট করে বিনষ্ট করা অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে;

৭। যেহেতু, জনাব কামরুজ্জামান, মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়-এর বিরুদ্ধে বিনা অনুমতিতে রাষ্ট্রীয় ডকুমেন্ট সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ না করে বিনষ্ট করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ঙ)-এ উল্লিখিত 'নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত' থাকার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

৮। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদনসহ সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করে জনাব কামরুজ্জামান-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(গ) বিধি অনুযায়ী "চাকরি হইতে অপসারণ)" নামীয় গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এর পরামর্শ চাওয়া হলে কমিশন জনাব কামরুজ্জামানকে প্রস্তাবিত গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

৯। যেহেতু, জনাব কামরুজ্জামান-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত উক্ত বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ঙ) বিধি মোতাবেক 'নাশকতামূলক কার্যে' জড়িত থাকার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রস্তাবিত দণ্ডের সাথে একমত পোষণ করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(গ) বিধি মোতাবেক তাঁকে "চাকরি হইতে অপসারণ" নামীয় গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন;

১০। সেহেতু, জনাব কামরুজ্জামান, পিতা-শহীদুজ্জামান, মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত এ বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ঙ) বিধির আওতায় 'নাশকতামূলক কার্যকলাপে' জড়িত থাকার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রস্তাবিত দণ্ডের সাথে একমত পোষণ করায় একই বিধিমালার ৪(৩)(গ) বিধি মতে গুরুদণ্ড হিসাবে তাঁকে ৩০ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ থেকে 'চাকরি হইতে অপসারণ' নামীয় গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

১১। জনস্বার্থে এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল্লাহ পান্না
সচিব।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা (সমন্বয়)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১ মাঘ ১৪৩১/১৫ জানুয়ারি ২০২৫

নং ০৮.০০.০০০০.০২৩.৬৫.০০১.২১(অংশ-১)-০৪—যেহেতু, কাজী মুহাম্মদ জিয়াউল হক, সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, ই-ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট ইউনিট, ঢাকা (সাবেক সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা) এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে অভিযুক্ত করে একই বিধিমালার বিধি-৪(২)(ঘ) অনুযায়ী তাকে বর্তমানে প্রাপ্ত মূল বেতনের ০৩ (তিন) ধাপ নিচে অবনমিত করার লঘুদণ্ড প্রদান করা হয়; এবং

২। যেহেতু, কাজী মুহাম্মদ জিয়াউল হক, সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আপিল আবেদন দাখিল করলে কর্তৃপক্ষ আপিল আবেদন মঞ্জুর করে দণ্ডাদেশ বাতিলের আদেশ প্রদান করেন;

৩। সেহেতু, কাজী মুহাম্মদ জিয়াউল হক, সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, ই-ট্যাক্স ম্যানেজমেন্ট ইউনিট, ঢাকা (সাবেক সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা) এর ওপর আরোপিত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক "বর্তমানে প্রাপ্ত মূল বেতনের ০৩ (তিন) ধাপ নিচে অবনমিত করা"র লঘুদণ্ড বাতিলপূর্বক উক্ত বিভাগীয় মামলায় বর্ণিত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

৪। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুর রহমান খান, এফসিএমএ
সচিব।

কর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং ০৮.০০.০০০০.০৩৭.৬৫.০৩১.২৪.৬৯১—জননিরাপত্তা বিভাগের অধীন "সাব-ইন্সপেক্টর (নিরস্ত্র)" পদ হতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের অধীনস্থ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন কর অঞ্চল-০২, চট্টগ্রাম এর সহকারী কর কমিশনার পদে কর্মরত মোঃ সেলিম হোসেন (২০০৭৭৮) এর চাকরির ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং বেতন সংরক্ষণের বিষয়ে বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (১ম খণ্ড) এর বিধি-৪২ এবং বিধি-৩০০(বি) অনুযায়ী মোট পেনশনযোগ্য চাকরিকাল গণনা ও বেতন নির্ধারণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত শর্তে পূর্বতন চাকরির (৩০-০৮-২০১৭ হতে ২৭-০৪-২০২৪) ধারাবাহিকতা সংরক্ষণ করা হলো:

শর্তসমূহ:

(১) পূর্ব পদের চাকরিকাল পেনশনের জন্য গণনার ক্ষেত্রে অসাধারণ ছুটি থাকলে উক্ত অসাধারণ ছুটিকালীন সময় গণনা করা যাবে না;

(২) বর্তমান পদে পূর্ব পদের চাকরিকাল জ্যেষ্ঠতার জন্য গণনা করা যাবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নুসরাত জাহান নিসু
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শুল্ক-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১২ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

নং ০৮.০০.০০০০.০৩৮.৬৭.০০৬.২৩.৭৭৬—জনাব শাহিন কবির, সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, যশোর, সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ 'এসআই/নিরস্ত্র' পদ হতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীন শুল্ক, আবগারি ও ভ্যাট অনুবিভাগে "সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা" হিসেবে যোগদান করায় বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (১ম খণ্ড) এর বিধি-৪২(২) এবং বিধি-৩০০(বি) অনুযায়ী তার মোট পেনশনযোগ্য চাকরিকাল গণনা ও বেতন নির্ধারণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত শর্তে পূর্বতন চাকরির (২৮ জানুয়ারি ২০১৯ হতে ০৩ জুলাই ২০২৪) ধারাবাহিকতা ও সংরক্ষণ করা হলো।

শর্তসমূহ:

(৩) পূর্ব পদের চাকরিকাল পেনশনের জন্য গণনার ক্ষেত্রে অসাধারণ ছুটি থাকলে উক্ত অসাধারণ ছুটিকালীন সময় গণনা করা যাবে না;

(৪) বর্তমান পদে পূর্ব পদের চাকরিকাল জ্যেষ্ঠতার জন্য গণনা করা যাবে না।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ হুমায়ুন কবীর
উপসচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৯ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০০১.২৫.৩৭—The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্ত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে. এল. নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
০১	কুমারপাড়া	৮৪	৩৭২	০১	জামালপুর সদর	জামালপুর
০২	হরিবাড়ী	৮৬	৪৯৬	০২	জামালপুর সদর	জামালপুর
০৩	চরমল্লিকপুর	৯১	৬৩৯	০২	জামালপুর সদর	জামালপুর
০৪	পোড়াবাড়ী	১১০	৮৯৪	০২	জামালপুর সদর	জামালপুর

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০০৯.২১.৩৮—The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্ত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে. এল. নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
০১	উত্তর দুর্গাপুর	৩৯	১৩৭	০১	দিনাজপুর সদর	দিনাজপুর
০২	ডুমরিয়া	০২	১৬৩	০১	বিরল	দিনাজপুর
০৩	পশ্চিম শঙ্করপুর	৫৫	১৩৪	০১	বিরল	দিনাজপুর
০৪	নোনা	৬৫	৬৯০	০১	বিরল	দিনাজপুর
০৫	রেজাইকুড়া	৯৫	৪১৮	০১	বিরল	দিনাজপুর
০৬	দ্বীপনগর	১৮৫	১০৫	০১	বিরল	দিনাজপুর
০৭	খয়েরবন	২১৭	১৮২	০১	বিরল	দিনাজপুর
০৮	নয়ানগর	০৪	৭৯৫	০২	হাকিমপুর	দিনাজপুর
০৯	ছাতনী	৩৯	৮৪৫	০১	হাকিমপুর	দিনাজপুর
১০	ইটাই	৬৬	৫৫১	০১	হাকিমপুর	দিনাজপুর
১১	চাঁপাপাড়া	০১	৭১৮	০২	পীরগঞ্জ	ঠাকুরগাঁও
১২	নাগফুল	০৩	৪০০	০২	পীরগঞ্জ	ঠাকুরগাঁও
১৩	হরিটা	৪৫	২৩৭	০১	পীরগঞ্জ	ঠাকুরগাঁও
১৪	কলিযুগ	১৫০	৩৮৭	০১	পীরগঞ্জ	ঠাকুরগাঁও
১৫	উত্তর নোয়াপাড়া	১১৫	১৮৩	০১	পীরগঞ্জ	ঠাকুরগাঁও
১৬	অতরগাও	২১	৩৮২	০২	পীরগঞ্জ	ঠাকুরগাঁও
১৭	উজালকোটা	১৫	৪১৫	০১	পীরগঞ্জ	ঠাকুরগাঁও
১৮	চাঁদগাঁও	০২	৩৩৮	০১	পীরগঞ্জ	ঠাকুরগাঁও
১৯	রাধিকাপুর	০৯	৩৬০	০১	পীরগঞ্জ	ঠাকুরগাঁও
২০	মহেশপুর	১৫৪	১৯০	০১	পীরগঞ্জ	ঠাকুরগাঁও
২১	মালদখণ্ড	৩৯	১২৯	০১	হরিপুর	ঠাকুরগাঁও
২২	কুশগাঁও	৪৩	২৭৮	০১	হরিপুর	ঠাকুরগাঁও
২৩	তোররা	৪৬	৯৬৮	০৩	হরিপুর	ঠাকুরগাঁও

ক্রমিক নং	মৌজার নাম	জে. এল. নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
২৪	বালিহারা	৪৮	২৯১	০১	হরিপুর	ঠাকুরগাঁও
২৫	বৃহতি	৬৭	৩৯৮	০১	হরিপুর	ঠাকুরগাঁও
২৬	ফরিদপুর	০৭	৩৭৯	০১	ঠাকুরগাঁও সদর	ঠাকুরগাঁও
২৭	মোলানী	৫৬	৮৪০	০৩	ঠাকুরগাঁও সদর	ঠাকুরগাঁও
২৮	আরাজী কুমারপুর	৫৮	১২৪	০১	ঠাকুরগাঁও সদর	ঠাকুরগাঁও
২৯	মাটীগাড়া	৮৭	৫১৩	০৩	ঠাকুরগাঁও সদর	ঠাকুরগাঁও
৩০	ফতেপুর	১৫৯	৪৯৮	০১	ঠাকুরগাঁও সদর	ঠাকুরগাঁও
৩১	রামপুর	১৭৪	৬৫১	০২	ঠাকুরগাঁও সদর	ঠাকুরগাঁও
৩২	কালিকাপুর	৪৫	৭০১	০১	আটোয়ারী	পঞ্চগড়
৩৩	পানিশালী	০৪	৪৩১	০১	আটোয়ারী	পঞ্চগড়

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাবভীনা মনীর চিঠি
উপসচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

[কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড শাখা]

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৪ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৮ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৭২/২০২৫/কাস্টমস/৬৫৫—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এবং ধারা ১২ এর উপ-ধারা (২) -এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ডিপ্লোমেটিক বন্ডেড ওয়্যারহাউস প্রতিষ্ঠান মেসার্স ইস্টার্ন ডিপ্লোমেটিক সার্ভিসেস লি: (বন্ড লাইসেন্স নং-১২৫/কাস/এসবিডব্লিউ/১৯৮৪, তারিখ: ০২-০৮-১৯৮৪ খ্রি.) এর অনুকূলে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নিম্নরূপে নির্ধারণ করা হল:

ক্র. নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের নির্ধারিত আমদানি প্রাপ্যতার পরিমাণ
১.	মেসার্স ইস্টার্ন ডিপ্লোমেটিক সার্ভিসেস লি:	১২,০০,০০০.০০ (বার লক্ষ মার্কিন ডলার)

নং ৭৩/২০২৫/কাস্টমস/৬৫৬—কাস্টমস আইন, ২০২৩ এবং ধারা ১২ এর উপ-ধারা (২) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক মোংলা সমুদ্র বন্দরে অবস্থিত মেসার্স বেলাজিও লিমিটেড (বন্ড লাইসেন্স নং এস/০১/বন্ড লাইঃ/বেলাজিও/মংলা/২০১৬, তাং: ১২-০৪-২০১৬ খ্রি. নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণীর অনুকূলে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের জন্য বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নিম্নরূপে নির্ধারণ করিল, যথা:

ক্র. নং	আমদানিকৃত পণ্য	বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা (মার্কিন ডলার)
১.	সিগারেট, সিগার ও টোব্যাকো	৩৫,০০০.০০
২.	লিকার ও অন্যান্য ড্রিংকস (মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে)	২০,০০০.০০
৩.	কসমেটিক্স ও টয়লেট্রিজ সামগ্রী	৫,০০০.০০
৪.	কনফেকশনারী, ইলেক্ট্রনিক্স, গিফট আইটেম, জুয়েলারী ও নন-অ্যালকোহলিক বেভারেজ	৫,০০০.০০
৫.	শিপস স্টোরস আইটেমসমূহ	৫,০০০.০০
		৭০,০০০.০০ (সত্তর হাজার মার্কিন ডলার)

মো: আল আমিন
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড)।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা-০১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০১ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৫ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০১১.২৪-১৭—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান রুবেল, জেলার, বগুড়া জেলা কারাগারে (বর্তমানে নোয়াখালী জেলা কারাগারে কর্মরত) গত ১৬-০১-২০২৩ হতে ০২-০৭-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন; এবং

যেহেতু, গত ২৬-০৬-২০২৪ তারিখ আনুমানিক ভোর ০৩:০৫ ঘটিকায় বগুড়া জেলা কারাগার হতে মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ০৪(চার) জন কয়েদি পলায়ন করতে সক্ষম হয়। উক্ত ঘটনায় কারা অধিদপ্তর কর্তৃক অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শককে সভাপতি করে ০৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি সরেজমিনে তদন্ত করত দাখিলকৃত প্রতিবেদনে অভিযুক্তের দায়িত্ব-কর্তব্যে অবহেলা প্রমাণিত হয় এবং তার উপরিউক্ত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা-২০১৮ এর ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণের শামিল; এবং

যেহেতু, তার এহেন আচরণ এর জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩ (খ) বিধি মোতাবেক তাকে 'অসদাচরণ' এর দায়ে অভিযুক্ত করে বিভাগীয় মামলা নং ১৫/২০২৪ রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয় এবং তিনি গত ২০-১১-২০২৪ তারিখে উক্ত অভিযোগনামার জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য প্রার্থনা করেন; এবং

যেহেতু, গত ১৫-১১-২০২৫ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযোগনামা, দাখিলকৃত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে তার বক্তব্য ইত্যাদি পর্যালোচনায় গুরুত্ব বিবেচনাপূর্বক 'লঘুদণ্ড' আরোপ করার সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত মর্মে প্রতীয়মান হয়; এবং

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান রুবেল, জেলার, বগুড়া জেলা কারাগার (বর্তমানে নোয়াখালী জেলা কারাগারে কর্মরত)-কে তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) অনুযায়ী 'তিরস্কার' দণ্ড প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-০২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৮ মাঘ ১৪৩১/২২ জানুয়ারি ২০২৫

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৪৪.২০২৩-৫৪—যেহেতু, জনাব রিপন কুমার মোদক (বিপি-৮০১২১৪৭৬৬৩), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বর্তমানে সাময়িক বরখাস্তকৃত ১২-১১-২০২২ হতে সুনামগঞ্জ জেলায় কর্মরত আছেন। তিনি সুনামগঞ্জ জেলা ডিবির দায়িত্বপ্রাপ্ত বিসিএস ক্যাডারভুক্ত একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা হয়ে অসৎ উদ্দেশ্যে কথিত মেজর নাহিদসহ অপরাপর সোর্সদেরকে পুলিশী অপারেশনে ব্যবহারের পূর্বে প্রয়োজনীয় সতর্কতার সাথে সোর্স নির্বাচন করেননি। তার সোর্স বিজন রায়, নাহিদ ও জামালগণ তাদের পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী সুনামগঞ্জ সদর থানার সীমান্তবর্তী জাহাঙ্গীরনগর ইউনিয়নে গিয়ে মাদক/ভারতীয় মালামাল উদ্ধার অভিযানের কথা বলে তার নিকট ডিবি'র টিম চান। তিনি উক্ত অভিযান সম্পর্কে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করে এসআই (নিরস্ত্র) মাসুদ আলম ভূঁইয়া, এএসআই (নিরস্ত্র) মোঃ দেলোয়ার হোসেন এবং কং/৪৩২ মোঃ আরিফিন চৌধুরীকে অপারেশনে শুধুমাত্র সোর্সের সাথে থেকে কাজ করার নির্দেশনাসহ নিযুক্ত করেন। সোর্স ডিবি পুলিশকে সাথে নিয়ে অভিযানে গেলেও ডিবি পুলিশকে দূরে রেখে সোর্স বিজন রায় ও নাহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা মোকসেদ আলীর বসতঘরসহ অন্যান্য বসতঘরে তল্লাশি করে। তারা বীর মুক্তিযোদ্ধা মোকসেদ আলীর পুত্রবধূ মুসলিমা আক্তারের সার্থে দুর্ব্যবহার করেন। যার প্রেক্ষিতে সুনামগঞ্জ সদর মডেল থানার মামলা নং-২১/৬১, তারিখ: ১৪-০২-২০২৩, ধারা-৪৪৮/১৭০/৪৫১/৩৫৪/৫০৬ পেনাল কোড রুজু হয়। তিনি সুনামগঞ্জ জেলা ডিবির প্রধান কর্মকর্তা হয়ে মাদক/ভারতীয় অবৈধ মালামাল উদ্ধার অভিযানে সোর্স দিয়ে কথিত সন্দিদ্ধ চোরাই বা অবৈধ মালামাল আটক করতে অবৈধ ও অপরাধমূলক তল্লাশী পরিচালনা করেছেন; এবং

২। যেহেতু, অভিযুক্তের নির্দেশে ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত অভিযানে অপরাধ সংঘটনকারী সোর্স বিজন ও নাহিদ নারায়ণতলা এলাকা থেকে ইব্রাহীমপুর ঘাটে স্থানীয় লোকজন কর্তৃক আটক হয়ে মারধরের শিকার হওয়ার বিষয়টি তার জানা থাকা সত্ত্বেও এ বিষয়ে যথাযথ তদন্ত না করেই সোর্সদ্বয়ের পরিচয় গোপন রেখে, তাদের নাম ঠিকানা না লিখে, কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করেই তিনি উদ্ধারকারী মোবাইল টিমকে আইন পরিপন্থী আদেশ দিয়ে সোর্সদ্বয়কে ছেড়ে দিতে বাধ্য করেছেন। তাছাড়া তিনি ঘটনার পরদিন নাহিদকে সুনামগঞ্জ হতে চলে যাওয়ার বেআইনি সুযোগ দিয়েছেন। ফলশ্রুতিতে ঘটনাটি বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়াসহ প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়ে জনরোষের সৃষ্টি করেছে। এতে জনসম্মুখে সুনামগঞ্জ জেলা পুলিশ তথা বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুণ্ন হয়। উপরোক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে ২২-০৬-২০২৩ তারিখ ২৪৫ নং স্মারকমূলে তাকে চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে গত ০৬-১২-২০২৩ তারিখ ৫১০ নম্বর স্মারকমূলে তার নিকট অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ২৪-০১-২০২৪ তারিখে কারণ দর্শানোর জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন এবং গত ১০-০৭-২০২৪ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ হয়; এবং

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার কারণ দর্শানোর জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে পক্ষগণের প্রদত্ত বক্তব্য এবং প্রাসঙ্গিক সকল তথ্যাদি বিবেচনা করে অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের সম্ভাবনা থাকায় আনীত অভিযোগসমূহ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রদানের জন্য জনাব নাছির উদ্দিন আহমেদ (বিপি-৮০০৫১০৫০৭৭), পুলিশ সুপার (বর্তমানে অতিরিক্ত ডিআইজি পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত), রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, সিলেট-কে গত ৩০-০৭-২০২৪ তারিখ উক্ত বিভাগীয় মামলার তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

৪। যেহেতু, জনাব রিপন কুমার মোদক (বিপি-৮০১২১৪৭৬৬৩), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য বিধিমতে নিয়োগকৃত তদন্তকারী কর্মকর্তা যথা নিয়মে তদন্তপূর্বক তার বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত দিয়েছেন;

৫। সেহেতু, জনাব রিপন কুমার মোদক (বিপি-৮০১২১৪৭৬৬৩), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বর্তমানে সাময়িক বরখাস্তকৃত এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর প্রমাণিত অভিযোগে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২(ক) মোতাবেক 'তিরস্কার' লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। একই সাথে এ বিভাগের গত ২২-০৬-২০২৩ তারিখের ২৪৫ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে তার সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। তার সাময়িক বরখাস্তকাল কর্মকাল হিসেবে গণ্য হবে এবং তিনি যাবতীয় বকেয়া বেতন-ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
বিআরটিএ সংস্থাপন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৬ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩৫.০০.০০০০.০২০.০৪.০১৭.১৩-৫৬—অর্থ বিভাগের ২৩ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৪৩.৯৯.০০৩.২২.৫ সংখ্যক স্মারকে প্রদত্ত সম্মতির প্রেক্ষিতে জরিমানা ব্যতীত মূল কর ও ফি জমা প্রদানপূর্বক সকল প্রকার মোটরযানের কাগজপত্র (ফিটনেস, ট্যাক্স-টোকেন ও রুট পারমিট) এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স হালনাগাদ করা সময়সীমা আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত শেষবারের মত বৃদ্ধি করা হলো।

২। ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জসিম উদ্দিন
সহকারী সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অনুবিভাগ-১
প্রশাসন শাখা-৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৬ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ২৫.০০.০০০০.০১৯.৯৯.০০১.১৮(অংশ-২)-৫১—The Building Construction Act, 1952 এর ৩(২) ধারায় বর্ণিত ক্ষমতা অনুযায়ী উক্ত আইনের ৩(১) ও ধারা-১ মেতাবেক এবং ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, অপসারণ ও সংরক্ষণ) বিধিমালা-২০০৮ এর বিধি-৩০ ও ৩১ অনুসরণে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অথরাইজড অফিসারের ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত ০৮(আট) টি জোনে ২৪টি এবং প্রধান কার্যালয়ের ০২টি সহ মোট ২৬টি কমিটি গঠনের গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ১৬-০৭-২০২৪ তারিখের ২৫.০০.০০০০.০১৯.৯৯.০০১.১৮(অংশ-২)-৩৭৬ নম্বর স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের অঞ্চল 'ক' (এলাকা: জোন-১ হতে জোন-৪ পর্যন্ত); এবং অঞ্চল 'খ' (এলাকা: জোন-৫ হতে জোন-৮ পর্যন্ত) আংশিক সংশোধনক্রমে শর্তসাপেক্ষে নিম্নোক্তভাবে কমিটি পুনর্গঠন করা হলো।

স্বপ্পঝুঁকি (Low Risk) ইমারতের নকশা ব্যতিত ০৮(আট) তলা ও তদূর্ধ্ব ইমারতের নকশা অনুমোদন সংক্রান্ত প্রধান কার্যালয়ের বিসি কমিটিসমূহ:

অঞ্চল "ক" (এলাকা: জোন-১ হতে জোন-৪ পর্যন্ত)

১।	সদস্য (পরিকল্পনা)	রাজউক	**সভাপতি**
২।	পরিচালক (উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ-১)	রাজউক	সদস্য
৩।	পরিচালক (সংশ্লিষ্ট জোন)	রাজউক	সদস্য
৪।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ডিজাইন)	রাজউক	সদস্য
৫।	নগর স্থপতি	রাজউক	সদস্য
৬।	উপনগর পরিকল্পনাবিদ (জোন-৪)	রাজউক	সদস্য
৭।	সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন প্রতিনিধি (স্থপতি/প্রকৌশলী/নগর পরিকল্পনাবিদ)	সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৮।	অথরাইজড অফিসার (সংশ্লিষ্ট জোন)	রাজউক	সদস্য-সচিব

অঞ্চল "খ" (এলাকা: জোন-৫ হতে জোন-৮ পর্যন্ত)

১।	সদস্য (উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ)	রাজউক	**সভাপতি**
২।	পরিচালক (উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ-২)	রাজউক	সদস্য
৩।	পরিচালক (সংশ্লিষ্ট জোন)	রাজউক	সদস্য
৪।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রকল্প)	রাজউক	সদস্য
৫।	উপনগর পরিকল্পনাবিদ (জোন-৬)	রাজউক	সদস্য
৬।	সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন এর প্রতিনিধি (স্থপতি/প্রকৌশলী/নগর পরিকল্পনাবিদ)	সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
৭।	উপ-স্থপতি, রাজউক	রাজউক	সদস্য
৮।	অথরাইজড অফিসার (সংশ্লিষ্ট জোন)	রাজউক	সদস্য-সচিব

বর্ণিত কমিটিসমূহের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ প্রযোজ্য হবে:

(ক) বি.সি. কমিটির সভাপতি এর অনুপস্থিতিতে তার ছুটিকালীন বিকল্প কর্মকর্তা (Leave Substitute) অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। বি.সি. কমিটির কোনো সদস্য সচিব এর অনুপস্থিতিতে তার ছুটিকালীন বিকল্প কর্মকর্তা (Leave Substitute) অন্তর্বর্তীকালীন সদস্য-সচিব এর দায়িত্ব পালন করবেন;

(খ) প্রতি ০৬(ছয়) মাস পর পর রাজউক তাদের কাজের মান ও স্বচ্ছতার বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করবে এবং মন্ত্রণালয়ের রাজউক সংশ্লিষ্ট সভায় উপস্থাপন হবে;

(গ) কমিটির মেয়াদকাল হবে প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ থেকে ০৩(তিন) বছর। কমিটির কাজের মূল্যায়ন প্রতিবেদন এর উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনে কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই মন্ত্রণালয় কর্তৃক কমিটি পুনর্গঠন করা যাবে;

(ঘ) সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধির পদমর্যাদা তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর নিম্নে হবে না;

(ঙ) বি.সি. কমিটির সদস্যগণ প্রতি ০৩(তিন) মাস অন্তর অন্তর সরেজমিনে পরিদর্শন করে অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী ভবন নির্মাণ হচ্ছে কি না সে বিষয়ে একটি সচিত্র প্রতিবেদন চেয়ারম্যান, রাজউকের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় দাখিল করবে;

(চ) অথরাইজড অফিসারগণ কমিটিতে উপস্থাপনীয় যাবতীয় কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট জোনের পরিচালকের মাধ্যমে কমিটিতে উপস্থাপন করবেন ও কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ উক্ত পরিচালকের মাধ্যমে জারি করবেন।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
যুগ্মসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পাস-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৯ মাঘ ১৪৩১/০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

নং **৪৬.০০.০০০০.০৮৫.০৬.৩৯.২০১৯-৬২—**'পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪' এর ৪২ক(২) ধারার বিধান অনুযায়ী ঢাকা ওয়াসার কর্মসম্পাদনে সহায়তার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে নির্দেশক্রমে একটি কমিটি গঠন করা হলো:

আহ্বায়ক

১। জনাব এ. কে. এম. তারিকুল আলম, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), স্থানীয় সরকার বিভাগ

সদস্যবৃন্দ

২। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি

৩। অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি

৪। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি

৫। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এর প্রতিনিধি

৬। প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

৭। জনাব মোহাম্মদ এজাজ, পানি ব্যবহারকারীগণের প্রতিনিধি

৮। জনাব আহনাফ সাঈদ খান, ছাত্র প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

৯। সচিব, ঢাকা ওয়াসা

২। গঠিত কমিটি 'পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪' এর ৪২ক (২) ও (৩) ধারার বিধান অনুযায়ী ঢাকা ওয়াসার কর্মসম্পাদনে সহায়তা প্রদান করবেন এবং কমিটির সদস্যবৃন্দ বোর্ডের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৬.০০.০০০০.০৮৫.১১.০৪.২০১৮-৬৩—**'পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪' এর ৪২ক(২) ধারার বিধান অনুযায়ী চট্টগ্রাম ওয়াসার কর্মসম্পাদনে সহায়তার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে নির্দেশক্রমে একটি কমিটি গঠন করা হলো :

আহ্বায়ক

১। জনাব এ এইচ এম কামরুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ

সদস্যবৃন্দ

২। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি

৩। অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি

৪। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি

৫। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এর প্রতিনিধি

৬। প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

৭। জনাব রাসেল মিয়া, ছাত্র প্রতিনিধি

৮। বেগম সায়েদা জেরিনা হোসেন, পানি ব্যবহারকারীগণের প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

৯। সচিব, চট্টগ্রাম ওয়াসা

২। গঠিত কমিটি 'পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪' এর ৪২ক (২) ও (৩) ধারার বিধান অনুযায়ী চট্টগ্রাম ওয়াসার কর্মসম্পাদনে সহায়তা প্রদান করবেন এবং কমিটির সদস্যবৃন্দ বোর্ডের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আশফিকুন নাহার
উপসচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৮ মাঘ ১৪৩১/২২ জানুয়ারি ২০২৫

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.১৮৪.২০২৩-৫৫**—যেহেতু, জনাব শেখ বিল্লাল হোসেন (বিপি-৮৩১৩১৫৯৪৭৪), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, 'খ সার্কেল নারায়ণগঞ্জ গত ১৭-০১-২০২২ তারিখ সোনারগাঁও থানার জিডি নং-৮২২, তারিখ: ১৭-০১-২০২২ মূলে এসআই (নিরস্ত্র) এসএম শরিফুল ইসলাম (বিপি-৭২৯২০৩০৪৩৬), এসআই (নিরস্ত্র) কাজী সালেহ আহমেদ (বিপি-৬-৬১৪১৭২৮০২), এসআই (নিরস্ত্র) মোঃ সিরাজুল ইসলাম (বিপি-৭৩৯৯১৭৩২১৪) এবং এএসআই (নিরস্ত্র) মোঃ রফিকুল ইসলাম (বিপি-৯২১১১৫০৮৯৫) সহ সোনারগাঁও থানাধীন মোগড়াপাড়া, মেনীখালী ব্রিজ সংলগ্ন মদিনা টাওয়ারের সামনে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে মাদকদ্রব্য উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানের দলনেতা হিসেবে তার দায়িত্ব ছিল মাদকদ্রব্য উদ্ধারের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর অভিযানের পূর্বেই সঙ্গীয় পুলিশ সদস্যদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক হ্যান্ডকাফ, অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ অভিযানে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। কিন্তু উক্ত অভিযানে পুলিশ সদস্যগণ হ্যান্ডকাফ, অস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যতীত অংশগ্রহণ করে। তিনি অনুমানিক সকাল ১১:০০ ঘটিকায় অভিযান পরিচালনা করে মাদক ব্যবসায়ী মোঃ আলমগীর (৩০), পিতা-মোঃ তৈয়ব, সাং-বাশকালিয়াপাড়া, থানা-লোহাগাড়া, জেলা-চট্টগ্রামকে ৪২,০০০ (বিয়াল্লিশ হাজার) পিস ইয়াবা ট্যাবলেট ও একটি প্রাইভেট কারসহ (ঝালকাঠি গ-১১-০০০৪) গ্রেফতার করেন। আসামিকে হ্যান্ডকাফ পরানোর ব্যবস্থা না করে ও যথাযথ পুলিশ এসকর্টসহ সরকারি গাড়িযোগে না যেয়ে জব্দকৃত গাড়িটি নিজে চালিয়ে সোনারগাঁও থানায় নিয়ে যান। থানায় নিয়ে আসার পরে আসামিকে থানায় রাখা, জব্দকৃত মাদক ও গাড়ির বিষয়ে কোনো জিডি করার বিষয়টি নিশ্চিত করেননি। এসআই (নিরস্ত্র) এসএম শরিফুল ইসলাম, এসআই (নিরস্ত্র) কাজী সালেহ আহমেদ এবং এএসআই (নিরস্ত্র) মোঃ রফিকুল ইসলামগণ আসামিকে হ্যান্ডকাফ না পরিয়ে, সরকারি গাড়িতে না নিয়ে জব্দকৃত গাড়িটি আসামিকে দিয়েই চালিয়ে আলামতসহ ১৫.০০ ঘটিকায় সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার জন্য পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আসেন এবং তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার প্রস্তাব পাওয়া যায়। তৎপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক কারণ দর্শাতে বলা হয়; এবং

২। যেহেতু, গত ২৮-০৮-২০২৪ তারিখ অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানোর জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন। তদপ্রেক্ষিতে অভিযুক্তের ব্যক্তিগত শুনানি গত ২২-০১-২০২৫ তারিখ গ্রহণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তার কারণ দর্শানোর জবাব এবং প্রাসঙ্গিক সকল তথ্যাদি পর্যালোচনা করে অভিযুক্তের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য এবং তার বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি দেয়া যায়;

৩। সেহেতু, জনাব শেখ বিল্লাল হোসেন (বিপি-৮৩১৩১৫৯৪৭৪), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, 'খ সার্কেল নারায়ণগঞ্জ-এর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর পর্যায়ভুক্ত তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, আত্মপক্ষ সমর্থনে তার লিখিত জবাবসমূহ, ব্যক্তিগত শুনানিতে উভয়পক্ষের বক্তব্য, অভিযোগ সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে তাকে বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০১০.২০২৫-৫৬**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, পিপিএম, (বিপি-৭৮০৪০২৮২২৩) পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) বর্তমানে অফিসার ইনচার্জ, বাঞ্ছারামপুর থানা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা (সাবেক অফিসার ইনচার্জ কসবা থানা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা) হিসেবে কর্মরত থাকাকালে এএসআই (নিঃ) সালাউদ্দিন ফোর্সসহ গত ০৬-০৩-২০১৮ তারিখ রাত্রিকালীন রণপাহারা ডিউটির সময় আনুমানিক ০৫.৩০ ঘটিকায় গোপন সূত্রে সংবাদ পান যে, গাঁজাসহ ২টি প্রাইভেটকার কসবা টি-আলী মোড়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। উক্ত এএসআই বিষয়টি তাকে অবহিত করলে তার নির্দেশে থানা থেকে ডিউটি অফিসার এসআই (নিঃ) মোঃ মনির হোসেন, এএসআই (নিঃ) মোঃ ফারুক আহমেদ, কং/৩৫৫ মোঃ মহিউদ্দিন, কং/৮৬৭ মোঃ ইব্রাহিম খলিল এবং রণপাহারা ডিউটিতে নিয়োজিত এসআই (নিঃ) শ্যামল মজুমদার, কং/৩১৬ আবুল কাশেম ও কং/৮৬৪ শাহজাহান ঘটনাস্থলে পৌঁছান। উক্ত অভিযানে অংশগ্রহণকারী পুলিশ সদস্যগণ প্রাইভেটকার ২টি তল্লাশী করে ২০০ কেজি গাঁজা উদ্ধারপূর্বক চালকদ্বয়কে আটক করেন। এসআই (নিঃ) শ্যামল মজুমদার ঐদিন ০৬.৩০ ঘটিকার সময় জব্দতালিকা প্রস্তুতপূর্বক ৪০ কেজি গাঁজা জব্দ দেখান এবং এএসআই (নিঃ) সালাহউদ্দিন বাদী হয়ে ঐদিন ০৯.১৫ ঘটিকায় কসবা থানায় মামলা নং ৬(৩)১৮ দায়ের করেন। তার জ্ঞাতসারে অভিযানে অংশগ্রহণকারী পুলিশ সদস্যগণ অবশিষ্ট ১৬০ কেজি গাঁজা আত্মসাৎ করেন। এ সংক্রান্তে প্রাথমিক অনুসন্ধানে ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদঘাটনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি মাদক আত্মসাতের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত অভিযুক্ত এসআই এবং এএসআইদের থানায় হাজির হতে বারণ করেন। তিনি ঘটনার দিন অর্থাৎ ০৬-০৩-২০১৮ খ্রিঃ ০৬.২৫ ঘটিকার সময় থানার চার্জ প্রদান করেন মর্মে উল্লেখ করলেও প্রকৃতপক্ষে ০৭.২৫ ঘটিকার সময় থানা থেকে বের হন। তিনি ঘটনা থেকে নিজেকে আড়াল করার মানসে সুকৌশলে ডিউটি অফিসার এসআই (নিঃ) মোঃ মনির হোসেন কর্তৃক লিপিবদ্ধকৃত জিডি পরিবর্তন করেন। এজন্য তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২) (খ) মোতাবেক লঘুদণ্ড হিসেবে ০২(দুই) বছরের জন্য "বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" এর আদেশ প্রদান হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি এ বিভাগে আপিল আবেদন করেন;

২। যেহেতু, আবেদন অনুযায়ী ২২-০১-২০২৫ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের সপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে আপিলকারী কর্মকর্তা হিসাবে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন; এবং

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় আপিলকারী কর্মকর্তাকে প্রদত্ত দণ্ড যথার্থ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৪। সেহেতু জনাব মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, পিপিএম, (বিপি-৭৮০৪০২৮২২৩) পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) বর্তমানে অফিসার ইনচার্জ, বাঞ্ছারামপুর থানা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা (সাবেক অফিসার ইনচার্জ কসবা থানা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা) কে প্রদত্ত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ (২) (খ) মোতাবেক 'লঘুদণ্ড' হিসাবে ০২ (দুই) বছরের জন্য "বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থগিত" আদেশ বহাল রাখা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০১১.২০২৫-৫৭**—যেহেতু, জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম (বিপি-৭৬০১০০৯৮৯২), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), পিটিসি, খুলনা, অফিসার ইনচার্জ হিসাবে খানজাহান আলী থানা, কেএমপি, খুলনায় কর্মরত থাকাকালে গত ১৮-০৪-২০২০ তারিখ রাত অনুমান ০৯.০০ ঘটিকায় খানজাহান আলী থানাধীন মশিয়ালি গ্রামের জাফরিন (পিতা-হাসান শেখ) রামদা দিয়ে একই গ্রামের রফিক শেখ এবং তার ছেলে তুহিন শেখকে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে। পরবর্তীতে রফিক শেখ ও তুহিন শেখ জাফরিন গংদের পাল্টা আক্রমণ করে, ফলে জাফরিন গুরুতর আহত হয়। উক্ত ঘটনায় তিনি জাফরিনের লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে মামলা গ্রহণ করলেও রফিক শেখ এর মামলা গ্রহণ করেননি এবং এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে সে লক্ষ্যে কার্যকরী কোনো আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। অপরদিকে গত ০৫-০৭-২০২০ তারিখ ১ রাউন্ড বন্দুকের গুলি ও চাইনিজ কুড়ালসহ আটকের সময় জনৈক আলামিন জাফরিনসহ আরও দুইজনের নাম প্রকাশ করলেও তিনি মামলায় তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত না করে শুধু আলামিনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেন। এছাড়া গত ১৬-০৭-২০২০ তারিখ সন্ধ্যা অনুমান ০৭.৩০ ঘটিকায় জনৈক মুজিবরের কৃষি যন্ত্রপাতি রাখার ঘর হতে ৫ রাউন্ড গুলি উদ্ধারের ঘটনায় জাফরিনের আত্মীয় জাকারিয়ার সংশ্লিষ্টতার দাবি উঠলেও এলাকাবাসীর দাবি উপেক্ষা করে তিনি জনৈক মুজিবরকে থানায় নিয়ে আসেন। ধারাবাহিক এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে এলাকাবাসী ক্রমান্বয়ে উত্তেজিত হয়। ফলশ্রুতিতে গত ১৬-০৭-২০২০ তারিখ বিবাদমান দুই গ্রুপের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ৪ জনের প্রাণহানি, বাড়িঘর ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগের মত ঘটনা ঘটে। অফিসার ইনচার্জ হিসাবে মশিয়ালী গ্রামের সংঘটিত ধারাবাহিক ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবনে ব্যর্থ ও সৃষ্ট পরিস্থিতি প্রশমনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় পুলিশের প্রতি এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হন এবং জনগণের সামনে পুলিশের ভাবমূর্তি প্রশ্নবিদ্ধ হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সাক্ষীদের জবানবন্দী ও তদন্ত প্রতিবেদনে অসদাচরণ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩) (ক) মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসাবে ০২(দুই) বছরের জন্য "নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" দণ্ড প্রদান হয়। প্রদত্ত দণ্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি এ বিভাগে আপিল আবেদন করেন; এবং

২। যেহেতু, আবেদন অনুযায়ী ২২-০১-২০২৫ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের সপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে আপিলকারী কর্মকর্তা হিসাবে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন; এবং

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় আপিলকারী কর্মকর্তাকে প্রদত্ত দণ্ড যথার্থ হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়;

৪। সেহেতু, জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম (বিপি-৭৬০১০০৯৮৯২), পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), পিটিসি, খুলনা ও সাবেক অফিসার ইনচার্জ খানজাহান আলী থানা, কেএমপি, খুলনা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩) (ক) মোতাবেক ০২ (দুই) বছরের জন্য "নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ" গুরুদণ্ডাদেশ বহাল রাখা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নাসিমুল গনি
সিনিয়র সচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৫ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৩০.২২-৭৫**—বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পঞ্চগড় এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে আমলী আদালত-১, পঞ্চগড় এর জিআর মামলা নং-৪০০/২০২২ (পঞ্চগড়) অনুযায়ী অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ২৯৫এ ধারায় মামলার কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬(ক) ধারার বিধান মোতাবেক সরকারের পূর্বানুমতি (Consent) প্রদান করা হলো।

তারিখ : ১৯ মাঘ ১৪৩১/০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৯.২১-১৪৫**—বগুড়া জেলার গাবতলী মডেল থানার মামলা নং-১৪, তারিখ-১৩-১২-২০২৩ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে আসামিরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)/১০/১১/১২ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুল হাই
সিনিয়র সহাকারী সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
ডি-৭ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৫ মাঘ ১৪৩১/২৯ জানুয়ারি ২০২৫

নং **২৩.০০.০০০০.০৭০.১৯.১৫৪.২৪.২৯**—বাংলাদেশ বিমান বাহিনী নির্দেশিকা ১/৯৩ অনুযায়ী ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মোঃ শাহ্‌রিয়ার মুনেম (বিডি/১০৩৫২) জিডি(পি)-কে ২৪ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ হতে জিডি(পি) শাখা থেকে লজিস্টিক শাখায় এবং ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট হোসনে মুকিত আব্দুল্লাহ (বিডি/১০০৬৪) জিডি(পি)-কে ২৯ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ হতে জিডি(পি) শাখা থেকে এডমিন শাখায় শাখা পরিবর্তন করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **২৩.০০.০০০০.০৭০.২৩.০৬০.০৯.৩০**—বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর নিম্নবর্ণিত ০৩(তিন) জন কর্মকর্তাকে UK কর্তৃক প্রদত্ত পদক গ্রহণ ও পরিধানের ঘটনাত্তোর অনুমতি প্রদান করা হলো:

ক্র. নং	কর্মকর্তার বিবরণ	প্রশিক্ষণের সময়	পদক গ্রহণের তারিখ	কোর্স নম্বর
১।	অফিসার ক্যাডেট (বর্তমানে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট), আহনাফ ফাহিম (বিডি/১০১৭৩), জিডি(পি)	২৯ মার্চ ২০২১ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২১	২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১	MIOT 6
২।	অফিসার ক্যাডেট (বর্তমানে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট), সিফাত হাসান আলম (বিডি/১০১৭৪), জিডি(পি)	২৯ মার্চ ২০২১ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২১	২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১	MIOT 6
৩।	অফিসার ক্যাডেট (বর্তমানে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট), ফাহিম নূর শাকিল (বিডি/১০৩৭৪), জিডি(পি)	০৫ নভেম্বর ২০২৩ থেকে ৩১ মে ২০২৪	৩০ মে ২০২৪	MIOT 27

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মঞ্জুরুল করিম
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ : ২৩ মাঘ ১৪৩১/০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৩৩.১২-৬৯—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোহাম্মদ হোছাইন, জন্ম তারিখ: ১০-০৫-১৯৮৯ খ্রি., পিতা-মনিরুল হক, মাতা-রশিদা বেগম, গ্রাম-সিকদার পাড়া, ডাকঘর-ঝিলংজা, উপজেলা-কক্সবাজার সদর, জেলা-কক্সবাজার।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলার ০৫ নং ঝিলংজা (সাবেক ১০ নং) ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাইদুজ্জামান শরীফ
সিনিয়র সহকারী সচিব।